যাত্রা হলো সুরু

এম পি

প্রোডাকসন্স প্রাইভেট লিঃ

এম. পি. প্রোডাক্সন্সের নব নিবেদন

যাত্রা হ'লো শুরু

পরিচালনা ও সম্পাদনা : সন্তোষ গাঙ্গুলী

কাহিনী : অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

চিত্রনাট্য ও সংলাপ : নিতাই ভট্টাচার্য্য

সঙ্গীত পরিচালনা : রবীন চট্টোপাধ্যায়

গীত-রচনা : গৌরীপ্রসন্ন ও কুমার সেলিমপুরী

★

চিত্রশিল্পী : বিজয় ঘোষ
শব্দযন্ত্রী : জগন্নাথ চ্যাটার্জ্জী
শিল্প নির্দ্দেশক : সত্যেন রায় চৌধুরী

দৃশ্যসজ্জাকর : সুধীর খান
ব্যবস্থাপক : তারক পাল
রূপসজ্জাকর : বসির আমেদ

★

॥ সহকারীগণ ॥

পরিচালনায় : সতীন ব্যানার্জ্জী
চিত্রগ্রহণে : দিলীপ মুখার্জ্জী, বৈদ্যনাথ বসাক
শব্দধারণে : শৈলেন পাল, ধীরেন কুণ্ডু

সঙ্গীতে : উমাপতি শীল
দৃশ্যসজ্জায় : জগবন্ধু সাউ, সুকুমার দে
রূপসজ্জায় : বটু গাঙ্গুলী, রমেশ দে
ব্যবস্থাপনায় : সুবোধ পাল
সম্পাদনায় : রমেন ঘোষ

আলোক নিয়ন্ত্রণ ক'রেছেন : সুধাংশু ঘোষ
শম্ভু ঘোষ, নারায়ণ চক্রবর্ত্তী, অমূল্য দাশ

★

চিত্র-পরিস্ফুটন : ইউনাইটেড সিনে ল্যাবোরেটরীজ
স্থির-চিত্র-গ্রহণ : ষ্টুডিও স্যাংগ্রি-লা (এড্না লরেঞ্জ)
ন্যাশন্যাল সাউণ্ড ষ্টুডিওতে আর. সি. এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আনন্দ বাজার পত্রিকা ও হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ॥ দি আরমারী, (বন্দুক বিক্রেতা) কলিকাতা ॥ এ্যাটওয়াল ব্রাদার্স, আসানসোল ॥ রেডিও টেকনিক, কলিকাতা ॥ আর. সি. চ্যাটার্জ্জী এণ্ড কোং

★

পরিবেশক : ডি লুক্স ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স লিঃ

৮৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট :: কলিকাতা-১৩

রূপায়ণে

পাহাড়ী সান্ন্যাল
উত্তমকুমার
সবিতা চ্যাটার্জ্জী

নীতীশ ॥ কমল
দীপক ॥ শোভা
ঝর্ণা ॥ মায়া

গোপাল মজুমদার ॥ ধীরেশ বন্দ্যোঃ ॥ পঞ্চানন ভট্টাঃ দক্ষিণা ঘোষাল ॥ সুনীত মুখোঃ ॥ উর্ব্বশী ॥ কুমারী রাণী ॥ গোকুল মুখোঃ অনিল রায় চৌধুরী ॥ সুপ্রিয়া মঞ্জুলা ॥ দিলীপ মুখোঃ উষা ॥ মাঃ স্বপন ॥ পূর্ণ দাস ॥ আদিত্য ঘোষ দীনেশ মুখোঃ ॥ নীলিমা গণপতি মৈত্র ॥ বিশ্বেশ্বর ভট্টাঃ ॥ ভোলানাথ দে চিত্রিতা মণ্ডল

নেপথ্য কণ্ঠ-সঙ্গীত

সন্ধ্যা মুখার্জ্জী

কাহিনী

বিখ্যাত ধনী ব্যবসায়ী ও দানবীর প্রিয়নাথ মুখুজ্জে কালীনাথের নিষ্পন্দ দেহটার দিকে চেয়ে আতঙ্কে শিউরে ওঠেন। বুঝি তাকে খুন ক'রে ব'সেছেন তিনি। বন্ধুবেশী শয়তান কালীনাথ। তার কুচক্রে একমাত্র সন্তান, তাঁর—সুযোগ্য পুত্র সুপ্রিয়—আজ গৃহ থেকে বিতাড়িত। বন্ধুকন্যা প্রমীলা—পুত্রবধূরূপে বরণের অপেক্ষায় যার হাতে বিপত্নীক প্রিয়নাথ তাঁর সংসারের চাবির গোছা তুলে দিয়েছিলেন—সে আজ প্রত্যাখাতা। অভিন্নহৃদয় সুহৃদ ভবতারণ তাঁর প্রবঞ্চনা রোগশয্যায় কেমন করে বহন করছেন কে জানে?—আর তাঁর বিরাট ব্যবসায়ের সৌধ, তাঁর অত্যুচ্চ মান-সম্ভ্রম আজ ধূলায় পর্য্যবসিত—আজ তিনি সর্ব্বস্বান্ত, আকণ্ঠ ঋণে নিমজ্জিত, পথের ভিখারী।

পালাতে হবে তাঁকে। আইনের হাত থেকে,সমাজ-সংসারের কাছ থেকে মুখ লুকোতে! কিন্তু,সব কাজ যে তাঁর অসম্পূর্ণ রইলো—সুপ্রিয়র কাছে, প্রমীলার কাছে, ভগবানের কাছে....

ভাগ্য নিয়ে চলে তাঁকে দেবীপুরের পথে, যেখানে ভগ্ন হৃদয় আর রুগ্ন শরীর নিয়ে নিরুপায় হয়ে ফিরে গিয়েছেন কোলিয়ারীর কাজে ভবতারণ প্রমীলাকে সঙ্গে নিয়ে। বন্ধুর বিচিত্র সেই পথ। অবসাদে সুসুপ্ত প্রিয়নাথের কোটটি নিয়ে যে লোকটি ট্রেণ দুর্ঘটনায় মারা গেলো সেই শুধু তাঁকে মুক্তি দিলো না—কুলি-কামিনের ছেলে বিশাইকে অগ্নি-তাণ্ডব থেকে উদ্ধার করতে গিয়ে তাঁর সৌম্য মুখখানিও ঝলসে বিকৃত হয়ে গেলো।

রণছোড়দাস কোম্পানীর দেবীপুর কোলিয়ারীতে এক নতুন নাটক জমে উঠেছে সেদিন। প্রিয়নাথের মৃত্যুশোক রুগ্ন ভবতারণ সংবরণ করতে পারেন নি। কালীনাথের চক্রান্তে সেদিনকার নিষ্ঠুর স্বপ্নভঙ্গের পরেই ভাগ্যের নিষ্ঠুরতর আঘাতে প্রমীলা আজ পিতৃহীনা। সুপ্রিয় তার সঙ্গে ছলনা করতে পারে আজো যেন তার মন মানতে চায় না সে কথা। কি মধুর সে ছলনা—তার স্মৃতি বুঝি চিরদিন এমনি করেই ভরে থাকবে তার মন!

ভবতারণের পদ অধিকার করেছে—তাঁরই সহকারী যোগেশ! অল্প অবসরের মধ্যেই সে কোম্পানীর বহু সহস্র টাকা তছরূপ করে এখন ব্যস্ত হয়ে উঠেছে প্রমীলাকে গ্রাস করার জন্যে। কোলিয়ারীর বিশৃঙ্খলার খবর দিল্লীতে কর্ত্তৃপক্ষের গোচরেও এসেছে ইতিমধ্যে। আজ তাই সাড়া পড়ে গিয়েছে সারা কোলিয়ারীতে—তাদের সুযোগ্য প্রতিনিধি আসছেন তদন্ত আর প্রতিকারের জন্যে। কিন্তু যে প্রিয়দর্শন যুবকটি তাঁর কাছে ম্যানেজারের বাংলোর হদিস চাইলো—সেই কি প্রতিনিধি মিঃ মুখার্জ্জী? নিয়তির এ কি নিষ্ঠুর পরিহাস! প্রিয়নাথের মন ছুটে চলে তার গাড়ীর পেছনে—সে কিসের আকাঙ্ক্ষায়, কিসের প্রত্যাশায়!

ত্রস্ত পায়ে হাঁটেন প্রিয়নাথ দেবীপুরের পথে—বিকৃতমুখ, পরিচয়হীন, লোকচক্ষে মৃত!—খবর পান কুলীদের কাছ থেকে যোগেশ আর তার বেপরোয়া দলের চক্রান্তের কথা মিঃ মুখার্জ্জীর বিরুদ্ধে। তাকে যে বাঁচাতেই হবে!—ছুটে যান তিনি যে গুপ্ত কক্ষে বন্দী হয়ে আছেন তদন্তের প্রধান সাক্ষী মহিম হালদার—যোগেশের হাতে চরম দণ্ডের অপেক্ষায়। মহিম হালদার তাঁর চেষ্টায় মুক্ত হন....কিন্তু ততক্ষণে টের পান প্রিয়নাথ চরম বিপদ ঘনিয়ে উঠেছে মিঃ মুখার্জ্জীর মাথার উপরে।

ছুটে এসেছে প্রমীলাও মিঃ মুখার্জ্জীর বাংলোয়—সব অভিমান বিসর্জ্জন দিয়ে। আকুল হয়ে অনুরোধ করে তাকে—চলে যাও, শিগগির চলে যাও সুপ্রিয় এখান থেকে!—

কিন্তু তার আগেই ঢোকে যোগেশ উদ্যত পিস্তল নিয়ে—কোম্পানীর হিসেব ঠিক পেয়েছেন বলে সই করে না দিলে আর প্রমীলা যোগেশকে বিয়ে করতে রাজী না হ'লে গুলি ক'রে মারবে সে মিঃ মুখার্জ্জীকে।

বাইরে কোলাহল 'খোকা'—'খোকা' বলে ছুটে আসছেন প্রিয়নাথ। গর্জ্জে ওঠে যোগেশের পিস্তল.....

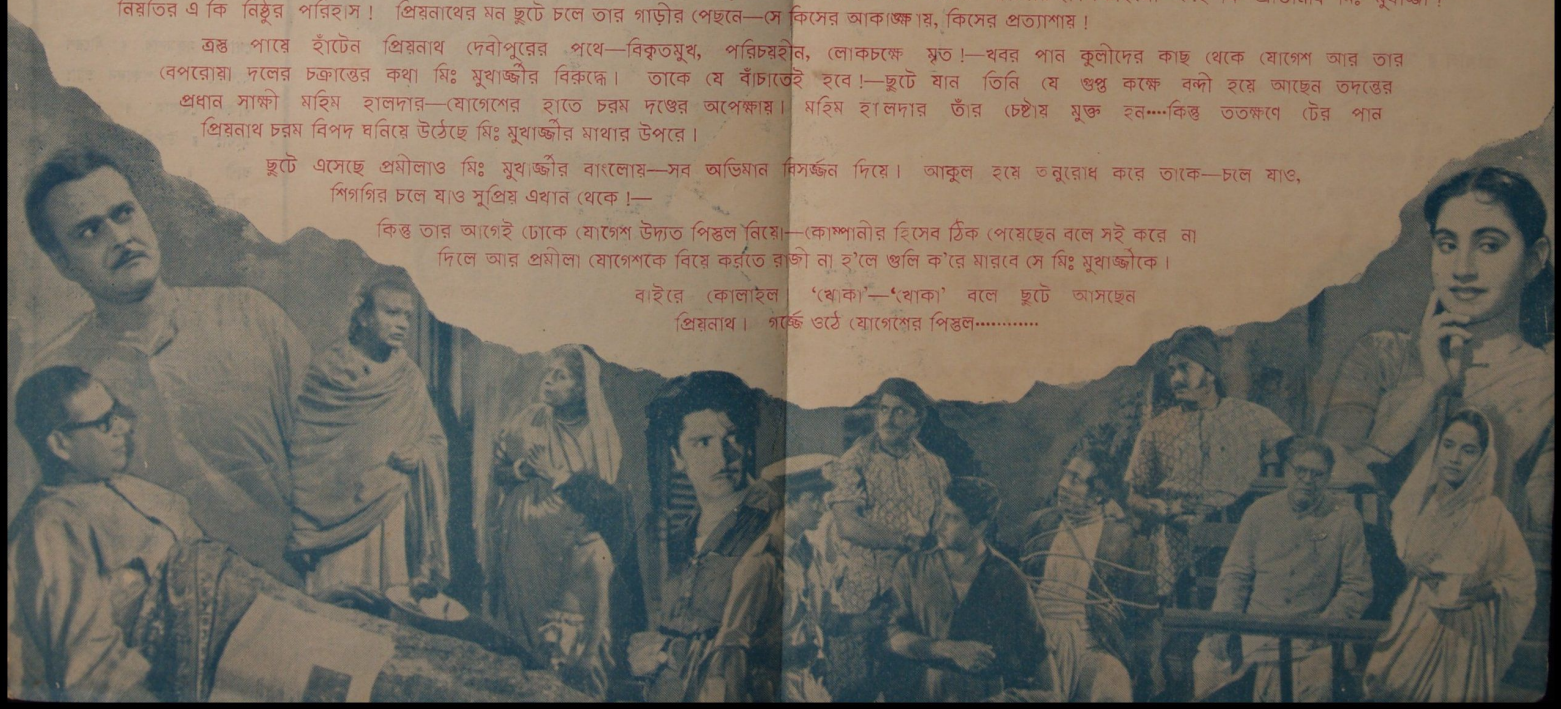

গান

প্রমীলার গান—

এই গান গাওয়া মোর
নয় গো অকারণে—
জানি স্বপ্ন আমার সফল হবে
এই যে শুভক্ষণে।

দখিন হাওয়া ফুলের কাণে
এ কোন সুরের আবেশ আনে—
কিসের ছোঁয়া লাগলো আজি
আমার উতল মনে॥

তোমার আমার মিলন বাঁশি
শোন গো ঐ বাজে—
তাই শুনে কি সেজেছে মন
নব বধূর সাজে।

হৃদয় ব'লে শঙ্খ বাজা
এসেছে তোর মনের রাজা—
সে কি তুমি দিলে সাড়া
প্রাণের নিমন্ত্রণে॥

বাইজীর গান—

যাদু ভরে নয়না তোরে
যাদু কর গয়ে—
বিন্‌তি ন মানি মোরি
যাদু কর গয়ে।

চিতচোর তোরে নয়নওয়া
নিদিয়া চোরা গয়ে—
মন কি বাগিয়াঁ মে
সপ্‌নো কে কলিয়াঁ
খিলা গয়ে॥

হম জিসকো ইয়াদ করতে
উও হামকো ভুলা গয়ে—
আয়ে কঁহাসে কল, মুঝে
বেকল বনা গয়ে॥

বাইজীর গান—

রাধা ধীরে ধীরে যায়
আর ফিরে ফিরে চায়—
বলে—ও পথে যেওনা সখি,
বাঁশরী বাজায় শ্যাম
কদমেরই ছায়।

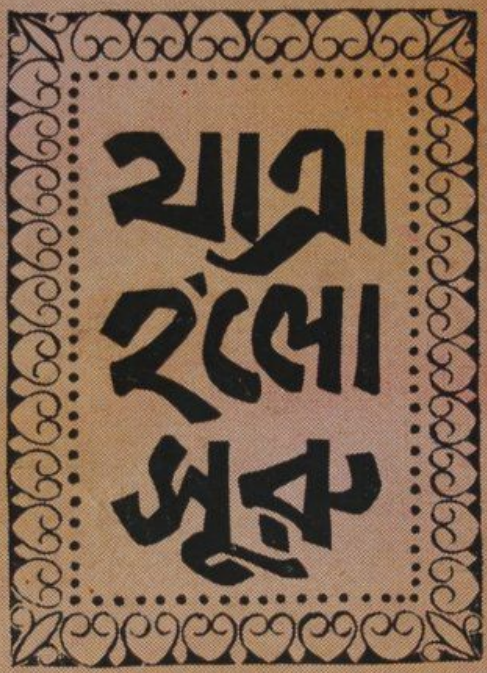

যাত্রা হ'লো সুরু

এম, পি, প্রোডাকসন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও
জুবিলী প্রেস, ১৫৭এ, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত